‘মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউজ এবং বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন: আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও রাজস্ব আদায়ে বন্দর ও কাস্টমসের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট জিডিপির ২.৬৫% আসে কাস্টমস থেকে, এবং কাস্টমসের মোট রাজস্ব আয়ের ৩১.৬২% আসে আমদানি-রপ্তানি খাত হতে। গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেশের একাধিক সমুদ্র বন্দর ও স্থল বন্দর নিয়ে টিআইবি ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি অনুসন্ধানী ও ফলোআপ গবেষণা পরিচালনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় টিআইবি বুড়িমারী ও মোংলা বন্দর এবং সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজের ওপর বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করেছে। আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ অনুযায়ী দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মোংলা বন্দরের যাত্রা শুরু হয় ১৯৫০ সালে; ১৯৮৭ সালে যার নাম পরিবর্তন করে মোংলা পোর্ট অথরিটি করা হয়। আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ অনুযায়ী দেশের চতুর্থ বৃহত্তম স্থলন্দর বুড়িমারী শুল্ক স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে, যা ২০০২ সালে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষিত হলেও এর আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ২০১০ সালে। যদিও টিআইবি বুড়িমারী শুল্ক স্টেশনের ওপর ২০০৯ সালে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছিল কিন্তু মোংলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করে এ পর্যন্ত স্বতন্ত্র কোনো গবেষণা হয়নি। এছাড়া স্থানীয় নাগরিক সমাজ ও সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক)-এর পক্ষ থেকে মোংলা বন্দরের ওপর একটি স্বতন্ত্র এবং বুড়িমারী বন্দরের ওপর ফলোআপ গবেষণা করার দাবি উত্থাপিত হয়। সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে মোংলা এবং বুড়িমারী উভয় বন্দর ও কাস্টম হাউজে পণ্য ছাড় ও শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো মোংলা ও বুড়িমারী বন্দর এবং সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউজের মাধ্যমে পণ্য আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা। এছাড়া বন্দর ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা, বন্দরে আমদানি-রপ্তানি পণ্য ছাড় প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ করা এবং কাস্টম হাউজে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়ন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ করাসহ বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ হতে উত্তরণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন করা।

প্রশ্ন: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা। এছাড়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে এই গবেষণায় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতা যেমন বন্দর ও কাস্টম কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সিএন্ডএফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট, স্টিভিডোর, ক্যারিয়ার, সাংবাদিক, ব্যবসায়িক নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক ও অন্যান্য অংশীজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি হিসেবে বিষয় বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট গবেষণা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পরোক্ষ তথ্যে উৎস হিসেবে সংশ্লিষ্ট বন্দর ও কাস্টম হাউজ সংক্রান্ত বিভিন্ন দাপ্তরিক দলিল, প্রবন্ধ, সাময়িকী, অন্যান্য প্রকাশনা ও ওয়েবসাইট ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তর: জুলাই ২০১৭ - সেপ্টেম্বর ২০১৮ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকিংসহ সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন: গবেষণায় পরিধি কী কী?

উত্তর: এই গবেষণায় বন্দর ও কাস্টম হাউজের মাধ্যমে পণ্য আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া, বন্দরে পণ্য আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট মুখ্য স্টেকহোল্ডারদের কার্যক্রম, বন্দরে ও কাস্টমসে তথ্যের উন্মুক্ততা, পরামর্শ/অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা, মোংলা বন্দরে আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুসন্ধান -পশুর চ্যানেলের নাব্যতা, লাইটারেজ জাহাজ এবং শ্রমিক ইত্যাদি বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

উত্তর: ২০১০ সালে বুড়িমারী বন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা এবং বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে পণ্যের শুল্কায়ন ছাড়াই স্পট রিলিজ বা পণ্য ভর্তি ট্রাক পাচার, একই বিল অব এন্ট্রির বিপরীতে একাধিক পণ্যের চালান পাচারের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি সংক্রান্ত অনিয়ম বন্ধ হয়েছে। বুড়িমারী বন্দর দিয়ে ১৮টি বাণিজ্যিক পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে মিস ডিক্লারেশন এবং ওভার-আন্ডার ইনভয়েসিংয়ের মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকির অভিযোগ কমে এসেছে। তবে শুল্কফাঁকি রোধে এটি কোনো কার্যকর সমাধান নয়। উভয় কাস্টমসের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড ব্যবহার হচ্ছে। ফলে সকল কাস্টম হাউজের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে ওভার-আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকি কমেছে। তবে পেপারলেস অফিস প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং বিদ্যমান ওয়ান স্টপ সার্ভিস অকার্যকর। উভয় বন্দরে পণ্যছাড়ের ক্ষেত্রে অটোমেশন অনুপস্থিত। উভয় বন্দর ও কাস্টমস হাউজের সেবা প্রদানে প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ বিদ্যমান, রাজস্ব ফাঁকির ঘটনা ঘটছে। সুশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো ব্যবস্থা উপস্থিত থাকলেও তার কার্যকরতায় ঘাটতি রয়েছে। সার্বিকভাবে দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানীকরণ ঘটছে, যা নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: গবেষণার পর্যবেক্ষণ ও ফলাফলের ভিত্তিতে মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউজ এবং বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন: আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টিআইবি ৮ দফা সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-পণ্যের শুল্কায়ন, পণ্য-ছাড় এবং জাহাজের আগমন-বহির্গমন প্রক্রিয়ায় কার্যকর ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্রদান নিশ্চিতে সকল পর্যায়ে অটোমেশন চালু করা; শুল্কায়ন দ্রুত ও সহজতর করতে মোংলা বন্দর এলাকায় কাস্টম হাউজের পূর্ণাঙ্গ কার্যালয় স্থাপন করা; প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রাধান্য দিয়ে পণ্যের শতভাগ কায়িক পরীক্ষণের পরিবর্তে দৈবচয়নের ভিত্তিতে আংশিক (১০%-২০%) পণ্যের কায়িক পরীক্ষণ করা। প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা সাপেক্ষে বিভিন্ন স্তরে শূন্য পদের বিপরীতে নতুন জনবল নিয়োগ করা; প্রতি বছর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীর সম্পদের হিসাব ও আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করা এবং সম্পদের অসামঞ্জস্যতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া নিয়মবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন বন্ধে বন্দর ও কাস্টমসের সম্পূর্ণ এলাকা সার্বক্ষণিকভাবে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা এবং দৃশ্যমান স্থানে মনিটর স্থাপন করা। সকল প্রকার মাশুল ও শুল্ক অনলাইনে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে গ্রহণ নিশ্চিত করা; জাহাজের ঝুঁকিমুক্ত নেভিগেশন নিশ্চিতে পর্যাপ্ত নেভিগেশনাল সরঞ্জাম স্থাপন ও তার যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা এবং বন্দর এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রশ্ন: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার ফলাফল সমানভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য নয়; তবে গবেষণার ফলাফল ও পর্যবেক্ষণে মোংলা বন্দর ও কাস্টম হাউজ এবং বুড়িমারী স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশন: আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সুশাসন পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি নির্দেশনা প্রদান করে।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স এন্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন: ০১৭১৩-০৬৫০১৬, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

সমাপ্ত